Jibanananda Das

(1899-1954)

Sravana Night

(Translated by: A.H. Jaffor Ullah)

Slowly, I woke up from my slumber,
In the dead of a dark Sravana night. On hearing
the roaring sound emanating somewhere from Bay of Bengal?

The rain had eased a while back.
Night sky looks dark - as far as my eyes could see.
As if, she took the last wave from the soil on her lap,
Motionless, she hears roaring sound of the bay.

I think
Some folks are opening the big doors,
Then closing them again;
Somewhere - distant, quiet place, where earth meets the sky.

Slumbering people - their head on pillow,
Remain still amidst theirs deep sleep;
So that they could wake up next morning.

Those earthy laughs, tales, love, countenace,
enmeshed in stone in darkness (of the night)
Waking up slowly from their slumber;
Looking for me amidst the ribcage of the world.

The Bay of Bengal lost her emotion;
Mile after mile, the soil became silent.

Someone said:

If I could have only touched those doors,
Waking up from my halcyon sleep,
Then, I could have touched those slumbering soul
In the dead of the night.

I looked up,
I entered into the mouth of those slumbering souls
Dark and dingy, entering as if I am the grey cloud (of Sravana Night).

From "Maha Prithivi" poem collection
Translated by: A.H. Jaffor Ullah

Sravana is the fourth month of Indian calendar when monsoon descends on earth there. The Sravana sky is grey, laden with moisture most of the time. This will be the month of mid July through mid August.

শ্রাবনরাত*

জীবনানন্দ দাশ

শ্রাবনের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে-ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে
যতো দূরে চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে রয়েছে যেন;
নিস্তব্ধ হ'য়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলছে আবার;
কোন্ দূর-নীরব-আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।

যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিলো
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে তারা;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে।

সমস্ত বঙ্গসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হ'য়ে থাকে।
কে যেন বলে;
আমি যদি সেইসব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তা হ'লে এই রকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে। –
আমার কাঁধের উপর ঝাপসা হাত রেখে ধীরে-ধীরে
আমাকে জাগিয়ে দিয়ে।

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম;
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

---

*কবির 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া ।